হূদ | Hud | هُود

আয়াতঃ ১১ : ৩৭

আরবি মূল আয়াত:

وَ اصنَعِ الفُلكَ بِاَعيُنِنَا وَ وَحيِنَا وَ لَا تُخَاطِبنِى فِى الَّذِينَ ظَلَمُوا اِنَّهُم مُّغرَقُونَ ﴿٣٧﴾

অনুবাদসমূহ:

‘আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার ওহী অনুসারে নৌকা তৈরী কর। আর যারা যুলম করেছে, তাদের ব্যাপারে তুমি আমার কাছে কোন আবেদন করো না। নিশ্চয় তাদেরকে ডুবানো হবে’। — আল-বায়ান

অতএব আমার পর্যবেক্ষণের অধীনে আর আমার ওয়াহী অনুসারে তুমি নৌকা তৈরি কর, আর যারা বাড়াবাড়ি করেছে তাদের ব্যাপারে আমার কাছে কোন আবেদন করো না, তারা অবশ্যই ডুববে। — তাইসিরুল

আর তুমি আমার তত্ত্বাবধানে ও আমার নির্দেশক্রমে নৌকা নির্মাণ কর, আর আমার কাছে যালিমদের (কাফিরদের) সম্পর্কে কোন কথা বলনা, তাদের সকলকে নিমজ্জিত করা হবে। — মুজিবুর রহমান

And construct the ship under Our observation and Our inspiration and do not address Me concerning those who have wronged; indeed, they are [to be] drowned." — Sahih International

৩৭. আর আপনি আমাদের চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও আমাদের ওহী অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ করুন(১) এবং যারা যুলুম করেছে তাদের সম্পর্কে আপনি আমাকে কোন আবেদন করবেন না; তারা তো নিমজ্জিত হবে।(২)

(১) এ আয়াত থেকে বুঝা যায় যে, আল্লাহ্ তা'আলার চক্ষু রয়েছে। আহলে সুন্নাত ওয়াল জামাআতের আকীদাও তাই। [মাজমু ফাতাওয়া: ৫/৯০] এ আয়াত থেকে অনেক মুফাসসিরই এটা বুঝেছেন যে, নূহ আলাইহিস সালামই সর্বপ্রথম নৌকা তৈরী করেছিলেন। [আত-তাহরীর ওয়াত তানওয়ীর] কেননা পরবর্তী আয়াতে ইরশাদ হয়েছেঃ “আর আপনি নৌকা তৈরী করুন আমার চাক্ষুষ তত্ত্বাবধানে ও অহী অনুসারে”। এতে করে বুঝা গেল যে, নৌকা তৈরীর জন্য প্রয়োজনীয় উপকরণাদি ও নির্মাণ কৌশল আল্লাহ তাকে অহীর মাধ্যমে শিক্ষা দিয়েছিলেন।

(২) আয়াতে তাদের শোচনীয় পরিণতির কথা উল্লেখ করা হয়েছে যে, তাদের সবাইকে পানিতে ডুবিয়ে মারা হবে। সুতরাং আপনি আমার কাছে তাদের কারও জন্য ক্ষমা চাইবেন না। তাদের কাউকে ক্ষমা করতে বলবেন না। তারা তাদের অর্জিত কুফরির কারণে তুফানে ডুবে মরবে। [তাবারী] এরূপ অবস্থায়ই নূহ আলাইহিস সালামের মুখে তার কাওম সম্পর্কে উচ্চারিত হয়েছিলঃ হে আমার রব! যমীনের কাফিরদের মধ্য থেকে কোন গৃহবাসীকে

অব্যাহতি দেবেন না, আপনি তাদেরকে অব্যাহতি দিলে তারা আপনার বান্দাদেরকে বিভ্রান্ত করবে এবং জন্ম দিতে থাকবে শুধু দুস্কৃতিকারী ও কাফির। [সূরা নূহঃ ২৬-২৭] এই বদদোআ আল্লাহর দরবারে কবুল হল। যার ফলে সমস্ত কওম ধ্বংস ও নিশ্চিহ্ন হয়ে গেল।

তাফসীরে জাকারিয়া

(৩৭) আর তুমি আমার চোখের সামনে ও আমার অহী (প্রত্যাদেশ) অনুযায়ী নৌকা নির্মাণ কর,[1] আর যালেমদের ব্যাপারে আমাকে কিছু বলো না। নিশ্চয়ই তাদেরকে ডুবানো হবে। [2]

[1] 'আমার চোখের সামনে' এবং 'আমার তত্ত্বাবধানে' এই আয়াতে আল্লাহ তাআলার সিফাত 'চক্ষু'র প্রমাণ রয়েছে; (কোন উদাহরণ বা সদৃশ বর্ণনা না করে) যার প্রতি ঈমান রাখা অপরিহার্য। 'আমার অহী অনুযায়ী' এর অর্থ হল তার দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ ইত্যাদিকে যেভাবে আমি বলব, ঠিক সেইভাবেই তৈরী কর। কোন কোন তফসীরবিদ উক্ত স্থানে কিশতীর দৈর্ঘ্য ও প্রস্থ, তার তলা এবং তাতে কি ধরনের কাঠ ও অন্যান্য আসবাবপত্র লাগানো হয়েছে তার বিস্তারিত বর্ণনা দিয়েছেন। এতে পরিষ্কার বুঝা যাচ্ছে যে উক্ত বিষয়টি কোন নির্ভরযোগ্য প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নয়। তার পূর্ণ বিবরণের সঠিক জ্ঞান একমাত্র আল্লাহর নিকটে আছে।

[2] অনেকে 'যালেম' বলতে নূহ (আঃ)-এর পুত্র এবং তাঁর স্ত্রীকে বুঝেছেন, তারা মু'মিন ছিল না এবং তারা ডুবে মৃত্যুবরণকারীদের অন্তর্ভুক্ত ছিল। অনেকে এর দ্বারা ডুবে মরা পুরো জাতিকে বুঝেছেন। উদ্দেশ্য হল, তাদের জন্য অবকাশ বা অব্যাহতি চাইবে না। কারণ এখন তাদের ধ্বংসের সময় এসে গেছে। অথবা উদ্দেশ্য এই যে, তাদের ধ্বংসের জন্য তাড়াতাড়ি করো না, নির্ধারিত সময়ে তারা ডুবে শেষ হয়ে যাবে। (ফাতহুল কাদীর)

তাফসীরে আহসানুল বায়ান

Source — https://www.hadithbd.com/quran/link/?id=1510

হাদিসবিডির প্রজেক্টে অনুদান দিন